# ব্লু -ইকোনমি বাস্তবায়নে পাইলট কান্ট্রি বাংলাদেশ

Published : Wednesday, 20 February, 2019 at 10:56 AM, Count : 157

অ + অ – অ

**স্টাফ রিপোর্টার :** সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বাংলাদেশকে মেরিকালচারের (সামুদ্রিক মৎস্যচাষ) দিকে যেতে হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলেন, বাংলাদেশ সামুদ্রিক মাছ চাষের সুযোগ এখনো কাজে লাগাতে পারেনি। কারণ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বোট ও টেকনিক্যাল জ্ঞান না থাকায় এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারছে না। এজন্য মেরিকালচারের প্রজনন প্রযুক্তিতে আরো বেশি গবেষণা প্রয়োজন বলে জানান তারা। গত

মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ ব্লু -ইকোনমিক ডায়ালগ অন ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিকালচার' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ মত দেন। তারা বলেন, ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এরইমধ্যে পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্বপ,র্ণ ভ,মিকা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি না থাকা, দাদন ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য, মাছ ধরার বোটগুলোর কম সক্ষমতা, জেলেদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের অভাবে আমাদের মৎস্যখাত অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেন এফওএ-এর প্রতিনিধি জ্যাকলিন আল্ডার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রইছউল আলম ম-লের সভাপতিত্বে এতে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন এফএও-এর বাংলাদেশের প্রতিনিধি রবার্ট ডলাস সিম্পসন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়াল এডমিরাল (অব.) খুরশেদ আলম, নরওয়ের রাষ্ট্রদ,ত সিডসেল ব্লিকেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (ব্লু -ইকোনমি) তৌফিকুল আরিফ, মৎস্য অধিদফতরের ডিজি আবু সাইদ মো রাশেদুল হক।

অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, ব্লু-ইকোনমির বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছসহ ৩৬ প্রজাতির চিংড়িমাছ এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও জৈবগুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে দেশের উৎপাদিত মোট ৪৩ লাখ ৩৪ হাজার মাছের মধ্যে সাড়ে ৬ লাখ মেট্রিক টনই এসেছে সমুদ্র থেকে, যা মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৬ শতাংশ। আশরাফ আলী খান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় ভারত ও মিয়ানমারের ১ লাখ ১৮

হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় যুক্ত হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে উত্তরণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক সম্পদের গুরুত্ব ও অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

তিনি বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের ৫ লক্ষাধিক জেলে প্রায় ৭০ হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের সহায়তায় জীবিকা নির্বাহের সাথে সাথে মৎস্য উৎপাদনে ব্যাপক ভ‚মিকা রাখছে। উপক‚লীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪০ মিলিয়ন মান ডলারের 'সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট' শীর্ষক বৃহত্তম একটি প্রকল্প-গ্রহণের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, উপক‚লীয় ও বঙ্গোপসাগরের জলজসম্পদ ও সুযোগ কাজে লাগাতে মন্ত্রণালয় নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আরভি মীন সন্ধানী নামক সমুদ্র গবেষণা ও জরিপ-জাহাজের মাধ্যমে সমুদ্রের চিংড়িসহ তলদেশীয় ও উপরিস্থ মাছের জরিপের কাজও চলছে। ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে মেরিকালচার লাভজনক হওয়ায় আমাদের দেশেও এই মেরিকালচারের প্রজনন-প্রযুক্তির গবেষণার মাধ্যমে মৎস্য-আহরণের স¤প্রসারণ ঘটানো জরুরি। মন্ত্রী বলেন, একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন মেধাসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যবান জাতি। আর তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ন্যূনতম পরিমাণ মাছ রাখতে পারলে একটি স্বাস্থ্যবান, রোগমুক্ত জাতি গড়া সম্ভব। ব্লু ইকোনমি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশেদ আলম বলেন, মৎস্যখাত বাংলাদেশের জিডিপিতে ৪.৬ শতাংশ অবদান রাখছে। আর পৃথিবীর মোট জিডিপির ৩ শতাংশ মৎস্যখাত থেকে আসে। প্রায় ৮০০ মিলিয়ন লোক এ খাতের সঙ্গে জড়িত। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ১০০ মিলিয়ন টন মাছের চাহিদা তৈরি হবে। এ চাহিদা মোকাবিলা করতে আমাদের মৎস্যখাতকে মেরিকালচার প্রযুক্তিতে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। এ খাত উন্নয়নে স¤প্রতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তায় উপক‚লীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট শীর্ষক একটি বৃহত্তম প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রইসুল আলম মন্ডল বলেন, ব্লু-ইকোনমি বা সাগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। বর্তমান সরকারের সব উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বেকারের সংখ্যা হ্রাস করা। উপক‚লীয় ও বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান জলজ সম্পদ ও সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য এরইমধ্যে মৎস্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করতে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, সেইলিং পারমিশন জারি, আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট দেওয়া, জেলেদের পরিচয়পত্র দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান। বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যময় বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনার একটি অধিক্ষেত্র। এটি বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বাদুপানির নদী ধারক যা ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও জৈবগুরুত্বপ‚র্ণ প্রজাতির আধার। উপক‚লীয় অঞ্চলের ৫ লাখের বেশি জেলে পরিবার প্রায় ৭০ হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিত মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন।

---

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর : কে.এম. বেলায়েত হোসেন

মেসার্স পিউকি প্রিন্টার্স, নব সৃষ্ট প্লট নং ২০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৪-ডি, মেহেরবা প্লাজা, ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

বার্তা বিভাগ : ৯৫৬৩৭৮৮, পিএবিএক্স-৯৫৫৩৬৮০, ৭১১৫৬৫৭, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন ঃ ৯৫৬৩১৫৭

ই-মেইল : bhorerdk@bangla.net, adbhorerdak@gmail.com